রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ১৬, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিল্প মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ কার্তিক, ১৪২২ বঙ্গাব্দ/১২ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৩৩২-আইন/২০১৫।—ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬৫ নং আইন) এর ধারা ২২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ বিধিমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **"আইন"** অর্থ ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬৫ নং আইন);

(খ) **"আমদানিকারক"** অর্থ যে ব্যক্তি পাইকারি বা খুচরা বিক্রয়ের জন্য অন্য কোন দেশ হইতে পরিশোধিত ও সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেল দেশে আনয়ন করেন;

(গ) **"ধারা"** অর্থ আইনের কোন ধারা;

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(ঘ) **"পাত্র বা প্যাকেট"** অর্থ ভোজ্যতেল বাজারজাত, বিপণন, বিক্রয় বা বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন, সংরক্ষণ, পরিবহন, সরবরাহ বা মজুতের জন্য ব্যবহৃত পাত্র, বোতল, প্যাকেট, টিন বা অন্যান্য আধার;

(ঙ) **"পাত্রজাত বা প্যাকেটকৃত"** অর্থ সমৃদ্ধকরণ প্রতীক ও নির্ধারিত মোড়কসহকারে পাত্রজাত বা প্যাকেটকৃত;

(চ) **"পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা"** অর্থ বিএসটিআই অথবা সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত কোন কর্মকর্তা;

(ছ) **"পুষ্টি"** অর্থ একটি প্রক্রিয়া যাহার মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করিবার পর—

(অ) শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়;

(আ) শরীরের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন হয়;

(ই) শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে; এবং

(ঈ) জীবন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

(জ) **"মোড়ক"** অর্থ সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেলের পাত্র বা প্যাকেটের গায়ে অঙ্কিত বা আটকানো মোড়ক;

(ঝ) **"সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেল"** অর্থ আইনের তফসিল-১ এ বর্ণিত মাত্রা অনুযায়ী ভিটামিন 'এ' দ্বারা সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেল;

(ঞ) **"সমৃদ্ধকরণ প্রতীক"** অর্থ আইনের তফসিল-২ এ বর্ণিত প্রতীক; এবং

(ট) **"সমৃদ্ধকারী"** অর্থ ভিটামিন 'এ' দ্বারা ভোজ্যতেল সমৃদ্ধকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

(২) এই বিধিমালায় অন্য যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু সংজ্ঞায়িত হয় নাই, সেই সকল শব্দ ও অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই বিধিমালায়ও উক্ত অর্থ বুঝাইবে।

৩। **আবশ্যকীয় সাধারণ বিধান**।—কোন পাইকারী বা খুচরা বিক্রেতা যদি অবগত হন যে, তাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা ভোজ্যতেল যথাযথভাবে সমৃদ্ধকৃত অথবা যথাযথভাবে পাত্রজাত বা প্যাকেটকৃত নয়, তাহা হইলে উক্ত পাইকারী বা খুচরা বিক্রেতা—

(অ) যথাযথভাবে সমৃদ্ধ করিয়া অথবা পাত্রজাত বা প্যাকেট করিয়া পুনরায় প্রেরণ করিবার জন্য যাহার নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়াছে, তাহার নিকট ফেরত প্রেরণ করিবেন; অথবা

(আ) উক্ত ভোজ্যতেলের পরিবর্তে যথাযথভাবে সমৃদ্ধকৃত বা প্যাকেটকৃত ভোজ্যতেল সরবরাহের জন্য যাহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন, তাহার নিকট ফেরত প্রেরণ করিবেন।

৪। **ভোজ্যতেল ভিটামিন 'এ' দ্বারা সমৃদ্ধকরণ পদ্ধতি**।—(১) পরিশোধিত ভোজ্যতেলে আইনের তফসিল-১ এ নির্ধারিত মাত্রায় ভিটামিন 'এ' পালমিটেট (Palmitate) ফরমে মিশ্রণ করিতে হইবে।

(২) সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেল নিম্নরূপ হইতে হইবে, যথা:—

(ক) পরিষ্কার এবং দুগর্ন্ধমুক্ত; এবং

(খ) স্বাভাবিক রং এবং প্রাকৃতিক স্বাদযুক্ত।

(৩) সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেল নিম্নরূপ পদার্থ বা উপাদান হইতে মুক্ত হইতে হইবে, যথা:—

(ক) প্রাণীজ চর্বি;

(খ) ভেজাল;

(গ) গাদ;

(ঘ) ভাসমান বস্তুকণিকা;

(ঙ) বহিঃপদার্থ;

(চ) বিযুক্ত পানি; এবং

(ছ) খনিজ তেল।

(৪) সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেলে কোন রং বা কোন স্বাদগন্ধ যুক্ত কোন কিছুর মিশ্রণ ঘটানো যাইবে না।

(৫) সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেল Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 (Ord. No. XXXVII of 1985) এর Section 2(1)(b)-তে সংজ্ঞায়িত Bangladesh Standard এর সমপর্যায়ভুক্ত হইবে।

৫। **ভোজ্যতেলের পাত্র বা প্যাকেট**।—**(১)** নিম্নবর্ণিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে ভোজ্যতেলের পাত্র বা প্যাকেট তৈরি করা যাইবে, যথা :—

(ক) পাত্র বা প্যাকেটটি আর্দ্রতারোধক হইবে ;

(খ) পাত্র বা প্যাকেটের উপরিভাগে আর্দ্রতারোধক উপকরণ ব্যবহৃত না হইলে উহার অন্তর্ভাগে আর্দ্রতারোধক উপকরণ ব্যবহার করিতে হইবে;

(গ) পাত্র বা প্যাকেট তৈরিতে এমন উপকরণ ব্যবহার করা যাইবে না যাহা সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেলের সহিত বিক্রিয়ার ফলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে।

(২) উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার প্রয়োজনে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিভিন্ন ধরনের পাত্র বা প্যাকেট তৈরির উপকরণ এবং উহাদের অনুপাত নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবে।

(৩) ভোজ্যতেল সমৃদ্ধকারী, উপ-বিধি (৪) এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেল পাত্র বা প্যাকেটজাত করিয়া উহা বিক্রয়, বিপণন, বাজারজাত, গুদামজাত, বিতরণ বা প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

(৪) তৈরিকৃত পাত্র বা প্যাকেটের নিম্নাংশে অন্তত শতকরা ২০ ভাগ ফাঁকা রাখিয়া উপরের অংশে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ওজন এবং পরিমাপ (পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৭ অনুসরণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্যভাবে এবং অমোচনীয় কালি বা রং দ্বারা বাংলায় লিপিবদ্ধ বা সন্নিবেশ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) ভোজ্যতেল সমৃদ্ধকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও নিবন্ধন নম্বর;

(খ) ভোজ্যতেলের প্রকৃত পরিমাণ;

(গ) সমৃদ্ধকরণ ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ;

(ঘ) লট নম্বর এবং সনাক্তকরণ কোড;

(ঙ) সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য;

(চ) বিদ্যমান বিভিন্ন উপকরণ ও পুষ্টি উপাদানের নাম ও শতকরা হার;

(ছ) আইনের তফসিল-১ এ বর্ণিত মাত্রায় ভিটারিন 'এ' দ্বারা সমৃদ্ধকরণ সম্পর্কিত একটি ঘোষণা; এবং

(জ) আইনের তফসিল-২-তে উল্লিখিত সমৃদ্ধকরণ প্রতীক।

৬। **ভোজ্যতেল আমদানি**—(১) কোন ব্যক্তি সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেল ব্যতীত অন্য কোন পরিশোধিত ভোজ্যতেল আমদানি করিতে পারিবেন না।

(২) যে কোন পরিশোধিত ও সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেলের আমদানিকারক তাহার নাম ঠিকানাসহ আমদানিকৃত পরিশোধিত ও সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেলের পরিমাণ, প্রকৃতি, আমদানির তারিখ, আমদানির উদ্দেশ্য ও ভোজ্যতেল গুদামজাতকরণের স্থান উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলি, আমদানির তারিখের অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, বিএসটিআই এর নিকট প্রেরণ করিবেন এবং আমদানিকৃত পরিশোধিত ও সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেলের মান পরীক্ষণ শেষে বিএসটিআই ছাড়করণের জন্য কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইবে।

ব্যাখ্যা।—এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'আমদানির তারিখ' বলিতে আমদানিকৃত ভোজ্যতেলের বিল অব এন্ট্রি শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের তারিখকে বুঝাইবে।

৭। **পরিদর্শনকালে অনুসরণীয় বিধান**।—(১) ধারা ১০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা পরিদর্শনকালে নিম্নবর্ণিত বিধান অনুসরণ করিবেন, যথা :—

(ক) পরিদর্শন ও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কারখানা, প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদিতে প্রবেশ করিতে পারিবেন;

(খ) পরিশোধন, সমৃদ্ধকরণ ও প্যাকেজিং প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি পরীক্ষা করিতে পারিবেন;

(গ) বিক্রয়, বিপণন, সরবরাহ, বাজারজাত বা বিতরণের জন্য মজুতকৃত ভোজ্যতেলের পাত্র বা প্যাকেট খুলিতে ও পরীক্ষা করিতে পারিবেন;

(ঘ) বিক্রয়, বিপণন, সরবরাহ, বাজারজাত বা বিতরণের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত বা মজুতকৃত ভোজ্যতেলের নমুনা সংগ্রহ করিতে এবং উক্ত নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

(ঙ) পরিশোধন, সমৃদ্ধকরণ ও প্যাকেজিং প্রক্রিয়া পরিদর্শন করিতে পারিবেন;

(চ) সমৃদ্ধকরণ, পরিশোধন ও প্যাকেজিং এর সহিত সম্পৃক্ত দলিলাদি পরীক্ষা এবং উহার অনুলিপি সংগ্রহ করিতে পারিবেন;

(ছ) সমৃদ্ধকরণ, পরিশোধন ও প্যাকেজিং এর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ঠিকাদার, এজেন্ট, শ্রমিক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী এবং স্থাপনার মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিতে বা জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(২) পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা পরিদর্শন বা অনুসন্ধানের সময় তাহার পরিচয়পত্র প্রদর্শন করিবেন।

৮। **কারিগরি পরামর্শক কমিটি**।—(১) ভোজ্যতেল সমৃদ্ধকরণ বিষয়ে কারিগরি পরামর্শ প্রদানের জন্য সরকার একটি কারিগরি কমিটি গঠন ও উহার কার্যপরিধি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বিএসটিআই উক্তরূপ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবে।

৯। **নিশ্চয়তা প্রদান**।—প্রত্যেক আমদানিকারক, পরিশোধনকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, বাজারজাতকারী এবং বিপণনকারী যাহার নিকট বিক্রয় করিবেন তাহাকে যথাযথভাবে সমৃদ্ধকৃত মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবে এবং যথাযথভাবে সমৃদ্ধকৃত না হইবার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ থাকিবেন।

১০। **আপিল দায়েরের পদ্ধতি**।—(১) বিএসটিআই কর্তৃক আইনের অধীন আরোপকৃত জরিমানার আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি উক্ত আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) আপিলকারীকে আবেদন ব্যক্তিগতভাবে, অথবা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর লিখিতভাবে এবং সরাসরি বা রেজিস্টার্ড ডাক মারফত দাখিল করিতে হইবে।

(৩) আপিল আবেদনে অন্যান্য বিবরণাদির সহিত নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি থাকিবে, যথা :—

(ক) আপিলকারীর নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা;

(খ) যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইতেছে উহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা;

(গ) আপিলের পক্ষে যুক্তি ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি;

(ঘ) প্রার্থিত প্রতিকারে বর্ণনা; এবং

(ঙ) আপিলকারী যে দলিলাদির উপর নির্ভর করিয়া প্রতিকার কামনা করেন।

(৪) আপিল আবেদনের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রের প্রয়োজনীয় কপি সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা :—

(ক) আবেদনপত্র;

(খ) যে আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিকার চাওয়া হয় উহার কপি; এবং

(গ) আবেদনকারীর দখলে থাকা দলিলাদির কপি, যাহার উপর তিনি নির্ভর করেন।

(৫) আবেদনের সহিত সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত কোর্ট ফি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৬) আবেদনে বর্ণিত তথ্যাদির সঠিকতা এবং দলিলাদির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আবেদনপত্রের নিম্নের অংশে ঘোষণাপূর্বক স্বাক্ষর দ্বারা প্রত্যয়ন করিতে হইবে।

(৭) উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে আপিল আবেদন দাখিল না করা হইলে সরকার আপিল আবেদন নাকচ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যথাযথ মনে করিলে নাকচের পূর্বে আবেদনকারীকে এই বিধিমালা মোতাবেক আবেদন দাখিলের সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে।

(৮) আবেদন নাকচ করিবার ক্ষেত্রে সরকার উহার কারণ উল্লেখপূর্বক আদেশ লিপিবদ্ধ করিবে এবং উহা আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

১১। **আপিল নিষ্পত্তি**।—(১) সরকার কোন আপিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) সংশ্লিষ্ট বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির শুনানি গ্রহণ;

(খ) দলিলাদি পর্যালোচনা বা পরিদর্শন;

(গ) অধিকতর তথ্য বা দলিলাদি দাখিলের আদেশ প্রদান; এবং

(ঘ) অধিকতর তদন্ত পরিচালনা।

(২) আপিলকারীকে শুনানির ৭(সাত) দিন পূর্বে শুনানির তারিখ সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) আপিলকারীর শুনানির সময়ে আপিলকারী ব্যক্তিগতভাবে নিজে অথবা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

(৪) দায়েরকৃত আপিল যথাযথ শুনানি গ্রহণপূর্বক আবেদন প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফররুখ আহম্মদ
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ড· মহিউদ্দীন আহমেদ (উপসচিব), উপপরিচালকের দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd